২। 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকের প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারী চরিত্র উপস্থাপনের নাটকীয় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

→ প্রাককালিদাসীয় যুগের নাট্যকারদের মধ্যে মহাকবি ভাস বিরচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ, কালিদাস, বানভট্ট, রাজশেখর প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের দিকপালগন পূর্বসূরী হিসাবে ভাসের নাম যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য নাটক প্রসঙ্গে কবি ও আলঙ্কারিক রাজশেখরের উক্তিটি সবিশেষ প্রনিধান যোগ্য—

" ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তেপরিক্ষিতুম্,
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

অর্থাৎ, ভাসের নাটকসমূহ আলোচনার অগ্নিতে দগ্ধ হলেও 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকটি সম্পূর্ন অক্ষত ছিল, বিশেষত ভাসের নাটক গুচ্ছের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকটি শ্রেষ্ঠ,

'বৃহৎকথা' এবং 'কথাসরিৎসাগরে' বর্নিত উদয়ন কথা এই নাটকের উৎস, উক্ত আকর গ্রন্থ থেকে কাহিনী আহরন করে নাট্যকার প্রয়োজন মতো সেই কাহিনীকে পরিমার্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নাটকের কাহিনীতে স্বকল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজন ঘটিয়ে নাট্যকার ভাস নিজের অসামান্য নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন, আলোচ্য নাটকে কবিকল্পিত এমনই একটি কাহিনী হল নাটকের প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারীর প্রবেশ বৃত্তান্ত, এই ব্রহ্মচারীর আগমন ও তার নিবেদিত বৃত্তান্ত বিশেষ নাটকীয় তাৎপর্যবাহী,

নাটকের প্রথমাঙ্কে পরিব্রাজকবেশে যৌগন্ধরায়ন, অবন্তিকা বেশধারিনী বাসবদত্তাকে ভগিনী পরিচয়ে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রাখার অব্যবহিত পরেই নাট্যকার রাজগৃহের তপোবনে ব্রহ্মচারীকে উপস্থাপন করেছেন, এই ব্রহ্মচারী লাবানক গ্রাম থেকে আগত, তিনি সেখানে বেদপাঠ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে এক নিদারুন বিপদ সংঘটিত হওয়ায় পাঠ শেষ না করেই সেখান থেকে চলে এসেছেন, ব্রহ্মচারীর মুখে শোনা গেল শত্রুরাজ আরুনি বৎসরাজ উদয়নের রাজ্য অধিকার করে নিলে রানী বাসবদত্তাসহ রাজা উদয়ন, মন্ত্রী, অমাত্য, ও সেনাপতিদের নিয়ে লাবানক গ্রামে সাময়িক ভাবে বাস করছিলেন, একদিন রাজা উদয়ন মৃগয়ায় বহির্গত হলে লাবানক গ্রামে এক বিদ্ধংসী অগ্নিকান্ডে রানী বাসবদত্তা ভস্মীভূত হলেন এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ন ও প্রান ত্যাগ করেছেন, উদয়ন মৃগয়া থেকে ফিরে

এই হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত শুনে স্তম্ভিত হলেন. প্রিয়তমা মহিষীর ব্যবহৃত দগ্ধাবশিষ্ট অলংকারগুলি আলিঙ্গন করে মূর্ছিত হলেন. এখন বাসবদত্তার জন্য বিলাপ করেই তার দিন কাটছে. রুমন্বান নামে এক মন্ত্রী প্রাণপাত করে রাজ্যের সেবায় নিযুক্ত আছেন. মন্ত্রীদের চেষ্টায় শোকসন্তপ্ত উদয়নকে লাবানক থেকে স্থানান্তরিত করায় লাবানক গ্রাম এখন নক্ষত্র-চন্দ্রবিহীন আকাশের মতো শ্রীহীন হয়ে পড়েছে. তাই তিনি ওই গ্রাম থেকে চলে এসেছেন.

ব্রহ্মচারীর দ্বারা নিবেদিত এই বৃত্তান্ত নাটকের গতি বিস্তারে এবং কাহিনী বিন্যাসে বিশেষ সহায়ক হয়েছে. 'উত্তররামচরিতম' নাটকে ছায়াসীতা কল্পনার দ্বারা নাট্যকার ভবভূতি যে নাট্যোদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন, নাট্যকার ভাস ও অনুরূপ নাটকীয় কাহিনীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নাটকের প্রথমাঙ্কে ব্রহ্মচারীকে উপস্থাপনা করেছেন. নাটকীয় কাহিনীর ভূমিকা রূপে নাট্যকার যে বক্তব্য দর্শকদের জানাতে চেয়েছেন তা ব্রহ্মচারীর উক্তিতে পরিবেশিত হয়েছে, অতীত বৃত্তান্ত বিষয়ে দর্শক ও পাঠকবৃন্দকে অবহিত করে পরবর্তী নাট্যকাহিনীর বোধসৌকর্য সাধনের জন্য নাট্যকার ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিকে অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন.

নাট্যকার ভাস ব্রহ্মচারী বৃত্তান্তটি অবতারনার মাধ্যমে আরো কয়েকটি নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছেন.

লাবানকের অগ্নিদাহে বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়নের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার বস্তুত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়নেরই রাজনৈতিক চাল. ব্রহ্মচারীর মুখ থেকে লাবানক গ্রামের ইতিবৃত্ত তপোবনে উপস্থিত সকলেই শুনলেন. এবং বাসবদত্তার বিয়োগে কাতর উদয়নের শোককথা শুনে নাটকের যে তিনজন প্রধান চরিত্র (যৌগন্ধরায়ন, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী) তাদের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হল তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়.

যৌগন্ধরায়ন বাসবদত্তার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়ে বাসবদত্তাকে নিয়ে নিজেও অজ্ঞাতবাসে চলে এসেছেন, এখন ব্রহ্মচারীর মুখে সে কথা শুনে তিনি বুঝলেন যে, তার পরিকল্পনার প্রথমভাগ সফল হয়েছে.

লাবানকে অগ্নিদাহে যৌগন্ধরায়ন ও বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন- এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় রাজা ও বাসবদত্তার মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেছেন.

রাজা পত্নীশোকে কাতর হলে তাকে দেখাশোনার ভার রুমন্বানের উপর দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তার কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করছেন. একথা জেনে যৌগন্ধরায়ন ও বাসবদত্তা উভয়েই আশ্বস্ত হলেন. বাসবদত্তা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছেন—

" দিষ্ট্যা সুনিক্ষিপ্ত ইদানীমার্যপুত্রঃ."

বাসবদত্তার কাছে লাবানক বৃত্তান্ত কম গুরুত্বপূর্ন নয়. রাজা উদয়নের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তিনি যৌগন্ধরায়নের পরিকল্পনা মতো স্বামীকে ত্যাগ করে সাধারন রমনীর ছদ্মবেশে স্বামীর মঙ্গলের জন্য অন্যত্র চলে এসেছেন. এক্ষেত্রে তার বিরহে স্বামীর মানসিক অবস্থা কীরূপ — একথা বাসবদত্তাকে জানানো অপরিহার্য ছিল. অন্যথায় স্বামীর প্রেমের উপর আস্থা হারিয়ে বাসবদত্তার প্রান ত্যাগও অসম্ভব ছিল না. কিন্তু তার প্রতি রাজার প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন—

" জানামি জানামার্যপুত্রস্য ময়ীসানুক্রোশত্বম."
অজ্ঞাতবাসকালে সকল দুঃখ ও অবমাননাকে সহ্য করা এই ছিল তার পাথেয়.

মগধরাজ কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের পরিনয় এই নাটকের মূল বিষয়. তাই পদ্মাবতীর উপরও ব্রহ্মচারী বর্নিত লাবানক বৃত্তান্তের প্রতিক্রিয়া কিছু কম নয়. পদ্মাবতী শক্তিশালী মগধরাজের ভগিনী, উদয়নের ভাগ্যোন্নতির জন্য তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ যৌগন্ধরায়নের অভিপ্রেত. দৈবজ্ঞগনও ভবিষ্যৎবানী করেছেন- পদ্মাবতী উদয়নের মহিষী হবেন. কিন্তু বাসবদত্তা জীবিত থাকলে রাজা অন্যকোনো রাজকন্যাকে বিবাহ করবেন না. একথা পদ্মাবতী বুঝতে পেরেছিলেন. কিন্তু সম্প্রতি অগ্নিদাহে বাসবদত্তা মৃত্যুবরন করেছেন, এতে রাজা উদয়নের বিবাহের পথ প্রশস্ত হল, এবং পদ্মাবতীও রাজা উদয়নের প্রতি আকর্ষন অনুভব করতে লাগলেন. একেই বলে পূর্বরাগ, পদ্মাবতীর অন্তরে সেই পূর্বরাগের উন্মেষ ঘটানোর জন্যই নাট্যকার ভাস ব্রহ্মচারীর উক্তিতে রাজা উদয়নের গুনাবলির কথা প্রকাশ করেছেন. এই কথা শুনে পদ্মাবতী উদয়নকে পতিরূপে লাভ করার জন্য ব্যকুল হয়েছেন.

উদয়নের প্রতি পদ্মাবতীর এই মানসিক আকর্ষন তাদের ভবিষ্যৎ মিলনের পথ প্রশস্থ করেছিল, সুতরাং বৎস্য-রাজ উদয়নের প্রতি মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর হৃদয়ে অনুরাগ রশ্মিত প্রবনতা সঞ্চারের উদ্দেশ্য ও ব্রহ্মচারীর চরিত্রটি অবতারনার প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং বিভিন্নদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, নাট্যকার ভাস ব্রহ্মচারী বৃত্তান্তটিকে প্রথমাঙ্কে সন্নিবেশিত করে একদিকে যেমন নাটকের গতিকে দ্রুততর করে তুলেছেন, অপরদিকে তেমনি মহৎ নাটকীয় উৎকন্ঠা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।